মথুরা-মিলন।

গীতিনাট্য।

নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খান কর্ত্তৃক

সুর লয়ে গঠিত।

[বন্ধুবর্গেব ব্যবহাবার্থে প্রথমবার মুদ্রিত।]

MATHURA-MELAN.

OPERA.

BY

RAJAH MOHENDRO LALL KHAN,

Zemindar of Narajole and Midnapore

হবি কে বুঝে, তোমাব এ লীলে।

ভাল প্রেম কবিলে।

হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি

শ্রীমতি বাধাবে বহিলে ভুলে।

কেষ্টা মুচি।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল।

মথুরা-মিলন।

গীতিনাট্য।

নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন কর্ত্তৃক

সুর-লয়ে গঠিত।

[বন্ধুবর্গের ব্যবহারার্থে প্রথমবার মুদ্রিত।]

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতং বীণাধ্বনিসমন্বিতং।
কুরুবৎসাধুনাত্রৈব শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সুরাঃ॥
পদ্মপুরাণং।

রাধার বঁধু তুমি হে, আমি চিনেছি তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেশ ধরেছ হে মথুরায়।
রাখালের বেশ লুকায়েছ বঁধু,
বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায়।
নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৯ সাল।

ইং ১৮৮৩।

বিজ্ঞাপন।

"মথুরা-মিলন" প্রকাশ কবিতে বাধিত হইলাম। এই ক্ষুদ্র নাট্য-গীতিকাখানি প্রায় চারি বৎসরাতীত হইল স্থবলযে গঠিত হইয়াছে। ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইতে আমার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, কেবল কতিপয় সুহৃদ-বান্ধবের আগ্রহাতিশযের বশবর্ত্তী হইযা, পূর্ব্বাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইযাছে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এক্ষণে যেরূপভাবে দাঁড়াইযাছে, তাহাতে আদ্যরস সংসৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সঙ্কীর্ত্তন যে আধুনিক সভ্য সমাজের কতদূর প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা বলিতে পারি নাই, এবং আমি ক্ষণকালের জন্যও সে চিন্তা করিযা এই গীতিকা প্রণযন করি নাই। কেবল সাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণলীলা সংকীর্ত্তন করাই যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইহাতে কেহ তুষ্ট বা কষ্ট হউন, আমি তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি। তবে যাঁহারা অবকাশকাল বৃথা নষ্ট না করিযা, ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তনে ক্ষেপণ করিতে বাঞ্ছা করেন, এই গীতিকা অবশ্য অল্পপরিমাণেও যে তাঁহাদের সাহায্যপ্রদ হইবেক, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয নাই, ইতি।

নারাজোল রাজবাটী,
জেলা মেদিনীপুর।
শকাব্দা ১৮০৪ ৩রা চৈত্র।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	পুরুষ।
শ্রীকৃষ্ণ।	নন্দ।
শ্রীদাম।	উপানন্দ।

প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারী।

স্ত্রী।	স্ত্রী।
শ্রীরাধা।	যশোদা।
বৃন্দা।	রোহিণী।
চিত্ররেখা।	বিশাখা।
ললিতা।	

গীতিনাট্য।

প্রস্তাবনা।

(মৃদুবাদ্যের সহিত পটোত্তোলন।)

নিকুঞ্জকানন।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী—বিরহবিহ্বলা সখীগণের ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

নৃত্য ও গীত।

আশাগৌরী—আড়া।

অই সুধাংশুকিরণে।
হেরিয়ে বিরহিবালা বাঁচিবে কেমনে।
তাহে বসন্ত আগত, মধুপ সহিত;
করিবারে প্রপীড়িত;
রাধা-বিনোদিনী, যেন পাগলিনী,
বিচ্ছেদ-জ্বালা কত সহিবে প্রাণে।
যত পশু-পক্ষিকুল, সকলে আকুল,
কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল;

হা হতোস্মি রবে, বিষাদিত সবে,
নিরানন্দধ্বনি নিকুঞ্জ কাননে।
আজি শূন্য ব্রজপুর, বিনে ব্রজেশ্বর,
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর;
গেল মথুরাতে, কুবুজা তুষিতে,
কাঁদাইয়ে যত ব্রজবাসিগণে।

(পটক্ষেপণ।)

মথুরামিলন।

গীতিনাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

নিকুঞ্জ কানন।

(করতলে কপোল বিন্যাসকরত সখিবেষ্টিতা
শ্রীরাধা আসীনা।)

১

বেহাগ খাড়ব—একতালা।

শ্রীরাধা। নাথ কোথা রহিলে।
তব অদর্শনে, বিচ্ছেদ-দংশনে,
দিবানিশি ভাসি অশ্রু-সলিলে।
আসিবার আশা দিয়ে অধীনীরে, করি প্রতারণা গেলে মধুপুরে,
অদ্যাপি পুনঃ না আসিলে ফিরে,
এত কঠিনতা, কেবা শিখালে।
তুমি তথা সুখে করিছ যাপন, হেথা খরশরে আমারে মদন,
প্রহরে প্রহরে করে প্রপীড়ন,
উহু মরি মরি প্রাণ যায় জ্বলে।

(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বৃন্দার করধারণপূর্ব্বক)—

২

কেদারা সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা।

প্রাণ স্বজনি, নিরন্তর আর প্রাণেত সহে না।
তার আসার আশায়, ধৈর্য্য নাহি ধরা যায়,
প্রাণ যায় প্রেম-দায় গো;
কি করি উপায় বলনা বলনা।
দারুণ দহনে দেহ সুস্থির ত হয় না।
নয়নের নীর হইতেছে বরিষণ অনুক্ষণ;
নিবারণ ত মানে না।
কিসে এ বিপদে তরি কর তার মন্ত্রণা।

৩

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। অধৈর্য্য হ'ও না ধনি কর ধৈর্য্যাবলম্বন।
ব্যাকুল হ'লে কি হবে, সুস্থির হও এখন।
সে যদি ত্যজি তোমারে, ভুলিয়ে রহিতে পারে,
তবে তুমিও তাহারে, হও সখি বিস্মরণ।

৪

ছায়ানট সম্পূর্ণ—তেওট।

শ্রীরাধা। সখি ধৈর্য্য ধরিতে পারি না,
হায় কি করি বল না।
মন নয় মম বশ বুঝাইলেও বুঝে না।
ভুলিতে রূপ শ্যামের, মনে করি নিরন্তর,
ভুলাই বড় দুষ্কর, ক্রমে বাড়িছে ভাবনা।

৫

কেদারা সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। আর কেন ভাব সখি মিছে সদত ভেব না।
ভাবিয়ে কি ফল বল, সেত তোমারে ভাবে না।
তুমি আছ তার ভাবে,
সে সদা অন্যেরে ভাবে,
তবে ভেবে কি হইবে, বাড়িবে মাত্র ভাবনা।
তুমি তারে ভাব যত,
সে যদি কিছু ভাবিত,
আর কি ভাবিতে হ'ত, যেত ভাবারি যন্ত্রণা।

কমোদী সম্পূর্ণ—খ্যাম্‌টা।

শ্রীরাধা। প্রাণ-স্বজনি প্রাণে দিব বিসর্জ্জন।
আর সহে না রে বিচ্ছেদ-দহন।
হায় হায় হায়,
প্রাণ জ্বলে যায়,
কি করি কি করি,
না হেরি উপায়;
পিকের পীড়নে, স্মর-শর-সন্ধানে,
প্রাণ ধরি কতক্ষণ।

কমোদী সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

চিত্ররেখা। তখনি ত করেছিনু বারণ।
মজিয়ে শঠের প্রেমে কর না প্রাণ অর্পণ।

বিশাখা। অগ্রে যদি শুনিতে, কেন বা ক্লেশ পেতে,

হ'তে এত জ্বালাতন।

ললিতা। প্রবোধি নিজ মনে, এইক্ষণে যতনে,

হও শ্যামে বিস্মরণ।

কমোদী সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

শ্রীরাধা। সখিরে তারে ভুলিব কেমনে।

প্রাণ মন সমর্পণ করেছি যার চরণে।

অন্তরের অন্তর, যারে করা দুষ্কর,

মন রত তারি ধ্যানে।

চিত্তে যাহা চিত্রিত, হইতে কি বিস্মৃত,

পারি সে আরাধ্য ধনে।

(কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক)—

৯

শ্যাম সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

প্রাণ স্বজনি,

গেল গেল বুঝি কুলশীল।

এক্ষণে কি করি বল গো উপায়,

ধৈর্য্য নাহি ধরা যায়,

প্রাণ যায় প্রেম-দায়,

হায় গো একি প্রমাদ ঘটিল।

১০

বেহাগ খাড়ব—আড়া।

বৃন্দা। ধনি হ'ও না ব্যাকুল।
কুলশীল দিলে শ্যামে কিসে রবে কুল।
কত করেছিনু মানা, বংশী-ধ্বনিতে ভুলনা,
তখন তা শুনিলে না, এবে কেন আকুল।

১১

ভূপালী খাড়ব—আড়াঠেকা।

ললিতা। এখন প্রাণ স্বজনি, আরো কি আছিস গো কুলে।
কুল হরিয়ে শ্রীহরি, গিয়েছে ত্যজি গোকুলে।
আমাদের কুল ভঙ্গ, করিয়ে সেই ত্রিভঙ্গ,
সম্প্রতি করিছে রঙ্গ, প্রবেশি কুবুজা কুলে।
বিশাখা। পূর্ব্বাপর না চিন্তিয়ে,
শঠে কুল সমর্পিয়ে,
করিলি গো কুলক্রিয়ে, বিসর্জ্জন দিয়ে কুলে।
চিত্ররেখা। ভাগ্যক্রমে এই হ'ল,
কুলকর্ম্মে কুল গেল,
হারাইয়ে দুই কুল, পড়িলি ধনি অকুলে।

১২

ছায়ানট সম্পূর্ণ—তেওট।

শ্রীরাধা। সখি কেন কর তিরস্কার,
মিছে মোরে বারম্বার,
দংশিছে বিচ্ছেদ-ফণী বল কি উপায় তার।

উহু উহু মরি হায়,
ঘটিল কি প্রেম-দায়,
কিসে পাব পুন তায়, কর তার প্রতিকার।

১৩

জয়জয়ন্তী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। স্বজনি সে খেদে আর বল কি ফল এখন।
তখনি উচিত ছিল তারে করা নিবারণ।
ক্রূর অক্রূর সহিতে, যখন আরোহি রথে,
গেল মথুরার পথে, পরিহরি বৃন্দাবন।
যদ্যপি যতন করে, দুখ জানাইতে তারে,
তা হ'লে কি যেতে পারে, করি তোমারে বর্জ্জন।

১৪

ভূপালী খাড়ব— আড়াঠেকা।

শ্রীরাধা। গিয়েছিনু বলিবারে তারে মনের বেদনা।
বলি বলি এই বলি লজ্জায় বলা হ'ল না।
যখন সে আসি বলে, যায় মথুরায় চলে,
হেরি ভাসি অশ্রুজলে, সহি বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা।
সে যত চাহে যাইতে,
আমি চাহি ফিরাইতে,
লজ্জা হয়ে বাদী তাতে. বলে ছি ছি গো যেওনা।
রেখে লজ্জার সম্মান,
এখন হারাই প্রাণ,
কিরূপে বা রহে মান, মনত আর মানে না।

১৫

শুদ্ধ সম্পূর্ণ—একতালা।

সখি একি লাঞ্ছনা,
স্বজনে সময়ক্রমে করে বিড়ম্বনা।
যে ছিল স্বপক্ষ, হইল বিপক্ষ,
কি করি উপায় বলনা।

(অত্যন্ত কাতর হইয়া বৃন্দার করধারণপূর্ব্বক)—

১৬

ভূপালী খাড়ব—আড়াঠেকা।

স্বজনি স্বজনে দেখ, করে বৈরিতা ব্যাভার।
কুহুকুল প্রতিকূল, নহে অনুকূল আর।
যারা ছিল অনুগত,
আমাদেরি চিরাশ্রিত,
এইক্ষণে বিপরীত, হ'ল আচরণ তার।
যে কুহুর কুহুস্বরে,
আনন্দ হ'ত অন্তরে,
সম্প্রতি সেই সুস্বরে, প্রাণ যায় অবলার।

১৭

ইমনকল্যাণ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

তারে ভালবাসাবধি ভাল পেল্যাম যাতনা।
গেল গেল বুঝি প্রাণ আরত কষ্ট সহেনা।
যাবত জীবিত রব, ভালবাসা ভুলে যাব,
সকলেই বুঝাইব, ভালবাসার লাঞ্ছনা।

(মলয়ানিল প্রবলবেগে বহিতেছে দৃষ্টে তৎপ্রতি)—

১৮

হাম্বির সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

যারে যা ত্বরা যা বসন্ত ব্রজ হ'তে।
বিরহী বালারে কেন এলি জ্বলাতে।
হয়ে তুই ঋতুরাজ,
একি রে গর্হিত কাজ,
কিঞ্চিত না পাস লাজ, রমনী বধিতে।
কোকিলকুল ভ্রমর,
তারা তোরি সহচর,
তুই গেলে সবে তোর, যাবে রে পশ্চাতে।

১৯

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বিশাখা। যাও হে মলয়ানিল আজি বৃন্দাবন হ'তে।
কেন আইলে এখানে বিরহী-কুল নাশিতে।
ভ্রমিছে ভ্রমর সবে,
ওই গুন্ গুন্ রবে,
ওরবে কি প্রাণ রবে, দিন গেল হে কাঁদিতে।

২০

সাহানা সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

শ্রীরাধা। শুন ওহে মলয়পবন।
আজি ব্রজ হ'তে, যাও মথুরাতে,
প্রাণনাথ তথা করেছে গমন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমি বিরহিণী, বিচ্ছেদবিকারে হয়েছি তাপিনী,
বিষম বিষাদে করেছে দুখিনী,
করিও না আর মোরে জ্বালাতন।
তবে যদি মম প্রতি দয়া কর, যাও কুঞ্জ ত্যজি হইয়ে তৎপর,
মম ক্রন্দনের ধ্বনি উপহার,
গিয়ে ত্বরা তবে শ্যামে কর দান।

(সম্মুখে তমাল বৃক্ষোপরি কোকিলের কুহুধ্বনি শ্রবণে
তৎপ্রতি সম্বোধন করতঃ)—

২১

খাম্বাজ সম্পূর্ণ—খেমটা।

কুহু তব কুহুরবে, আর কি রহিবে প্রাণ।
উহু উহু মরি মরি গেল বুঝি কুল মান।
এল দুরন্ত বসন্ত,
লইয়ে সৈন্য সামন্ত,
হেরি বিরহী প্রাণান্ত, সুখ হ'ল অবসান।
ক্ষমা কর হে নির্দ্দয়,
সুখের সময় নয়,
মরি বিচ্ছেদ-জ্বালায়, ত্বরা কর হে প্রস্থান।
দেখ গোপগোপীকুল,
কৃষ্ণ শোকে শোকাকুল,
বিরহে হ'য়ে ব্যাকুল, সবে হারায়েছি জ্ঞান।

একে ভাসি অশ্রুজলে,
তায় কি হবে জ্বালালে,
মধুপুরে যাও চলে, শ্যামে শুনাইবে গান।

(স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া তৎপ্রতি সম্বোধন করতঃ ক্রোধিতচিত্তে)—

২২

ইমনকল্যাণ সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

সত্বর সম্বর স্মর তব সম্মোহন বাণ।
মরি শ্যামের বিচ্ছেদে করনা আর সন্ধান।
তব শরে চরাচর,
নিরন্তর জর জর,
তাহা সহি অবলার, কিরূপে রহিবে প্রাণ।
বিরহী সহ অনঙ্গ!
আর কত কর রঙ্গ,
বিচ্ছেদে জ্বলিছে অঙ্গ, কর অন্যত্র প্রস্থান।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক)—

২৩

সুবট খাম্বাজ সম্পূর্ণ—একতালা।

ওহে রতিপতি, কেন দ্রুতগতি, বিরহীর প্রতি ছাড়হ বাণ।
যাহে চরাচর, হয় জর জর, কেন হে সে শর কর সন্ধান।
মহেশের যোগ করিবারে ভঙ্গ,
গিয়ে কোপানলে জ্বলিলে অনঙ্গ,
গেল না কুমতি, তবু কর রঙ্গ, অবলার কেন, বধিবে প্রাণ।

আইল বসন্ত, সহ সহচর,
ভ্রমিছে কোকিল, লইয়ে ভ্রমর,
সম্বর সম্বর, স্মর, তব শর, দিও না দিও না, ধনুকে টান।
একেত শ্যামের বিচ্ছেদে ব্যথিত,
তাহে প্রপীড়ন না হয় উচিত,
হ'য়ে সুপ্রসন্ন, কর সুবিহিত, যাহে রহে মম কুল শীল মান।

(বিরহে ব্যাকুলা হইয়া অন্যমনস্কভাবে বিচ্ছেদের প্রতি)—

২৪

বিহঙ্গড়া সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

যাও যাও যাও হে বিচ্ছেদ, একবার।
আমারে জ্বালালে হবে কি লাভ তোমার।
প্রাণ হরি প্রাণ হরি,
গিয়েছে মথুরাপুরী,
যাও তথা ত্বরা করি, মিনতি আমার।
তারে জ্বালাতে পার না,
মোরে দিতেছ যন্ত্রণা,
আর ত প্রাণে সহে না, এত অবিচার।

(ক্ষণকাল পরে বৃন্দার করধারণপূর্ব্বক)—

২৫

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—ঠুংরি।

দয়িত-বিরহে সখি আর ত প্রাণ রহে না।
বলে কি জানাব বল যত মনের বেদনা।

এ যাতনা জুড়াবার,
না হেরি উপায় আর,
জীবন ত্যজি এবার, ঘুচাব যত যন্ত্রণা।

২৬

ঝিঁঝিট সম্পূর্ণ—ঠুংরি।

বৃন্দা। বল না বল না পুন প্রাণ করিবে বর্জ্জন।
আর তব অধিকার কি আছে প্রাণে এখন।

ললিতা। সাক্ষী আছি সখি সবে,
প্রাণ দিয়েছ কেশবে,
অধুনা কেমনে তবে, করিবে তাহা গ্রহণ।

বিশাখা। ও প্রাণের প্রভু হরি,
সম্প্রতি আয়ত্ত তাঁরি,
বল তবে গো কি করি, ত্যজিবি ধনি জীবন।

২৭

ঝিঁঝিট সম্পূর্ণ—ঠুংরি।

শ্রীরাধা। বাধা দিওনা স্বজনি, আর মোরে পুনঃ পুনঃ।
আজি যমুনা-জীবনে দেখ ত্যজিব জীবন।
উহু মরি কি যাতনা,
আর ত প্রাণে সহে না,
জীবনে নাহি বাসনা, প্রাণে নাহি প্রয়োজন।

২৮

বেহাগ খাড়ব—আড়া।

বৃন্দা। ধনি ধৈর্য্য ধর ধর।
চলিলাম আনিবারে শ্যাম নটবর।

ললিতা। প্রথমে যতন করে,
ধরি তার দুই করে,
বিনয়ে বুঝাব তারে, করি যোড় কর।

বিশাখা। যদি তাহে না আইসে,
তবে তারে ভয় কিসে,
বাঁধি তারে ভুজপাশে, আনিব সত্বর।

চিত্ররেখা। দেখিব সে কুবুজায়,
কেমন সে কু বুঝায়,
কিরূপে সে রাখে তায়, কত সাধ্য তার।

২৯

বেহাগ খাড়ব—তেওট।

শ্রীরাধা। যেও না যেও না দূতি আনিতে সে মন-চোরে।
হয়েছে নব ভূপতি গিয়ে সে মথুরাপুরে।
একে ধনমদে মত্ত,
তায় প্রমোদে প্রবৃত্ত,
কে লবে তোদের তত্ত্ব, দাঁড়ায়ে রহিবি দ্বারে।
যদি তোরা গেলে তথা,
গর্ব্বে নাহি কহে কথা,
তবে যাওয়া হবে বৃথা, মনস্তাপ পাবি পরে।

[ভূমে পতন ও মূর্চ্ছা।

৩০

বেহাগ খাড়ব—একতালা।

ললিতা। কেন প্যারী অজ্ঞান।

কি রোগ জন্মিল, কেন মূর্চ্ছা হ'ল, কিসে ধনী পুনঃ,

পাইবেক প্রাণ।

বিশাখা। হেরিতেছি পীড়া সামান্য ত নয়,

কর যে ব্যবস্থা সুবিহিত হয়,

মুষ্টিযোগে নাহি হবে ফলোদয়, কর কর ত্বরা

তার সুবিধান।

বৃন্দা। যেরূপ প্রবল জন্মিয়াছে ব্যাধি,

কৃষ্ণ নাম এর পরম ঔষধি,

সবে মিলে যদি, কর নিরবধি,

প্যারীর কর্ণে প্রদান।

তবে এ রোগের হবে প্রতিকার,

নতুবা উপায় নাহি হেরি আর,

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি কর বারম্বার, এ কঠিন রোগে তবে পাবে প্রাণ।

(সখীগণ শ্রীরাধাকে বেষ্টনকরতঃ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণধ্বনি এবং শ্রীরাধার চৈতন্য প্রাপ্তি—কাতর স্বরে)—

হায় হায় প্রাণ যায় কোথায় রহিলে শ্রীহরি।

দয়া করে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ হে মুরারি!

৩১

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। চিন্তিত হয় না প্যারি, থাক, থাক ধৈর্য্য ধরে।
এই যাই যাত্রা করে আনিবারে নটবরে।
যত সব সখীগণে,
মিলিয়ে যাব সেখানে,
বিদায় দেহ এক্ষণে, চলিলাম ত্বরা করে।

৩২

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

শ্রীরাধা। এস এস এস দূতি স্বকার্য্য করে সাধন।
অগ্রে গিয়ে যত্ন কর জানিতে তাহার মন।
আর কি কব তোমাকে,
সকলে যেও সতর্কে,
করো যাহে মান থাকে, ভাব করিয়ে দর্শন।

(সখিগণের প্রস্থান পথিমধ্যে পরস্পর কথোপকথন)—

৩৩

কানড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। চল চল যাই তবে সবে মিলে ত্বরা করে।
ললিতা। মথুরা-গমনবার্ত্তা জানাইয়ে যশোদারে।
শোকেতে আকুল রাণী,
ব্যাকুলা দিবারজনী,
চিত্ররেখা। করিছে বিষাদ ধ্বনি, মগ্ন বিষাদ-সাগরে।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নন্দরাজার বাটীর প্রাঙ্গণ।

শোকসন্তপ্তা ও ধূল্যবলুণ্ঠিতা যশোদার পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণধ্বনি।

(বৃন্দাসহ সখীগণের প্রবেশ।)

৩৪

ঝিঝিট খাম্বাজ—দ্রুত ত্রিতালী।

বৃন্দা। উঠ উঠ উঠ রাণি, কেন হেরি অচেতন।
অচিরে পাইবে কোলে তব প্রাণ কৃষ্ণধন।
শোক সম্বরণ কর,
অস্থির হ'ওনা আর,
ধর ধর ধৈর্য্য ধর, করিও না রোদন।

৩৫

কানড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

যশোদা। হায় হায় কে শুনালি শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণে।
বহুদিন হ'তে আর বাছার নাম শুনিনে।
তবে কিরে প্রাণধন,
করেছিস্ আগমন,
কোথা রে নীলরতন, ডাক "মা" বলে বদনে।

(অৰ্দ্ধ উত্থিত হইয়া নবনী ও ক্ষীর-শরপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া) —

৩৬

কানড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

কোথায় গেলি রে মম প্রাণের নীলরতন।
তব অদর্শনে রে বাপ্ সতত কাঁদে জীবন।
এস বাছা করি কোলে,
বারেক ডাক মা বলে,
বল কি ভেবে হইলে, যাদু, নিষ্ঠুর এমন।
এই দেখ ক্ষীর-শর,
নবনীত, ধর ধর,
বারেক তুলে অধর, দেখা রে হাস্যবদন।

৩৭

বেহাগ খাড়ব—আড়া।

বৃন্দা। রাণি হও গো সুস্থির।
আসিবে তব গোপাল কেঁদনাক আর।
সেত গেছে অল্প দিন, তাতে চিন্তান্বিত কেন,
ব্যাকুল হ'ও না শুন, বচন আমার।

৩৮

বেহাগ খাড়ব—আড়া।

যশোদা। বাছা গেছে বহুদিন।
সেই হ'তে প্রতিদিন গণিতেছি দিন।
গত হয় দিন যত, ভাবি আসিবে ত্বরিত,
কিন্তু মিছে ভাবা-মাত্র, কেঁদে যায় দিন।

৩৯

হাম্বির সম্পূর্ণ—দ্রুত ত্রিতালী।

বৃন্দা। নয়নের নীর রাণি কর সম্বরণ।
দিবস-শর্ব্বরী শোকে মগ্ন কি কারণ।
ত্যজ গো মিছে ভাবনা,
আর উন্মনা হ'ও না,
সদা দুখ করিও না, আর সর্ব্বক্ষণ।

৪১

বাগীশ্বরী সম্পূর্ণ—আড়া।

যশোদা ক্রন্দন করিতে করিতে— { আর কত কষ্ট দিবি ওরে বাছা কৃষ্ণধন।
স্নেহ-শূন্য কিরে যাদু হয়েছ তুমি এখন।
পূর্ব্বে নবনীর তরে,
বেঁধেছিনু তব করে,
তাই কি রে মনে করে, হ'লি তুই অদর্শন।
ওরে প্রাণের বলাই,
তোর কিরে দয়া নাই,
কোথা গেলি রে দুভাই, শূন্য করি বৃন্দাবন।
তোদের শোকে অন্তর
জ্বলিতেছে নিরন্তর,
দেখ হয়েছি বধির, কেঁদে অন্ধ দুনয়ন।
আর বাপ ক্ষীর-শরে,
দিব রে কার অধরে,
নবনী আদর করে, কারে করি রে অর্পণ।

[মূর্চ্ছা ও পতন।

৪১

বাগীশ্বরী সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। গা তোল গা তোল রাণি কেন লুণ্ঠিত ধরায়।
মূর্চ্ছিতা হেরি তোমারে, হৃদি বিদরিয়ে যায়।
হায় রে দারুণ বিধি,
এই কি তোর সুবিধি,
কেহ সুখী নিরবধি, কার দিন কেঁদে যায়।

৪২

লুমঝিঝিট—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। রাণি ধৈর্য্য ধর।
কেঁদ না কেঁদ না শোক সম্বরণ কর।
তব দুখ-বিবরণ, শ্যামে করিতে জ্ঞাপন
মোরা যাব মধুপুর;—
বুঝায়ে যতনে তাঁরে, আনিব সত্বর।

৪৩

বেহাগখাম্বাজ—কাওয়ালী।

যশোদা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া— { যদি তোরা যাবি গো মধু-পুরে।
লয়ে তবে চল সবে সঙ্গে আমারে।
হেরি সেখানে,
বাছা দুজনে,
যুড়াইব রে প্রাণে;—
আর সহে না যাতনা, মন ত মানে না,
প্রবোধ রে।

৪৪

হাম্বির সম্পূর্ণ—দ্রুতত্রিতালী।

বৃন্দা। হবে না হবে না রাণি যাওয়া সেখানে।
এরূপ দুর্ব্বলে বল যাবে কেমনে।
একে তুমি দৃষ্টিহীন, তাহে তনু অতি ক্ষীণ,
বলশূন্য প্রতিদিন, অশক্ত উত্থানে।
সদা শোকাগ্নিতাপিত, চিত্ত বৈকল্য-মিলিত,
প্রায় হ'তেছ মূর্চ্ছিত, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

৪৫

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

রোহিণীর প্রবেশ ও ক্রন্দন। } বল বল বল দিদী কোথা কৃষ্ণবলরাম।
অদৃষ্টের দোষে বুঝি বাছাদ্বয়ে হারালাম।
আর কি বাছা দুজনে,
পুন হেরিব নয়নে,
প্রাণ ধরি গো কেমনে, শোকাগ্নিতে মরিলাম।

৪৬

বাগীশ্বরী সম্পূর্ণ—আড়া।

নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ এবং ক্রন্দন } হে কেশব কিসে সব, বাছা এখন ভুলিলে।
গোষ্ঠে আর যাবে কে রে, বল লইয়ে গোকুলে।
দেখ ধেনু-বৎসগণ,
স্পর্শ নাহি করে তৃণ,
হইয়ে স্পন্দনহীন, পড়িয়ে কাঁদে ভূতলে।

কেন রে নীলরতন, হ'লি বল অদর্শন,
যায় যায় বুঝি প্রাণ, তব বিচ্ছেদ-অনলে।
আর কে রে হাসি হাসি,
শুনাবে মোহন বাঁশী,
যাহা শুনি ব্রজবাসী, কাটাইত কুতূহলে।

৪৭

ঝিঝিট সম্পূর্ণ—কাওয়ালী।

যশোদা। আর ব'লবে কে "মা মা" বদনে।
ঘরদ্বার অন্ধকার আমার গোপাল বিনে।
কে আর আব্দার করে,
বেড়াবে অঞ্চল ধরে,
ক্রোড়ে করে বল কারে, নবনী দিব যতনে।
[পুনরায় পতন ও মূর্চ্ছা।

(শ্রীদামের প্রবেশ, সকলকে শোকাকুল দর্শনে ব্যাকুল হইয়া)—

৪৮

খট্ সম্পূর্ণ—যৎ।

সখা ত্যজিলে কি হে গোকুলে।
হ'লে অদর্শন, বল কি কারণ, ব্রজবাসিগণ
ভাসায়ে অকূলে।

তোমা ছেড়ে কিসে ধরিব জীবন, কার সঙ্গে বনে করিব ভ্রমণ,
কে আর করিবে বিপদে রক্ষণ, এইক্ষণে বল এ ব্রজমণ্ডলে।
যদি অপরাধ করে থাকি কোন,
কৃপা করে ভাই কর রে মার্জ্জন, যাতনা সহে না দেহ দরশন,
রহিলে কোথায় মোসবারে ভুলে।

(সখিগণের মথুরাভিমুখে প্রস্থান ও পথিমধ্যে
সকলে সমস্বরে)—

৩৯

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

শ্যামশুক নামে মোদের পাখী।
"মোদের সাধের পাখী"
হায় কে তারে রাখ্‌লে ধরে, শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি।
প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল,
ছিন্ন করি পলাইল,
দে গো বলে কোথা গেল, সবে মিলে খুঁজে দেখি।
দেখা যদি পাই পুন,
ছেড়ে দিব না কখন,
সবে করিয়ে যতন, প্রাণপণে ধরে রাখি।

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

মথুরার রাজবাটীর সিংহদ্বার।

প্রতিহারিদ্বয় দণ্ডায়মান।

(অদূরে বৃন্দাসহ সখিগণের প্রবেশ।)

৫০

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। এই ত গো মথুরা কোথা বল শ্যামরায়।
প্রাসাদ-তোরণ সই অই বুঝি দেখা যায়।
অইত ভ্রমিছে দ্বারে,
দ্বারিগণ অস্ত্র-করে,
বুঝি প্রবেশিতে পুরে, নাহি দিবে মোসবায়।

(বৃন্দা দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া)—

৫১

ললিত।

কার সাধ্য আছে বল মোসবে করে বারণ।
চল পুরমধ্যে গিয়ে করি শ্যাম দরশন।

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

প্র, দ্বারী। কে গো তোরা বিদেশিনি প্রবেশিতে চাহ পুরে।
দেখিতে কি পাও নাই দ্বারিগণ ভ্রমে দ্বারে।
ভূপের অনুজ্ঞা বিনা,
দ্বার ছাড়িতে পারি না,
দাঁড়াও ওগো যেও না, আইস সকলে ফিরে।

৫২

বাগীশ্বরী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। বল ওরে প্রতিহারী কেন কর নিবারণ।
দুখিনী রমণী মোরা স্বদুখে করি ভ্রমণ।
অনেক দুখের পরে, আসিয়াছি মধুপুরে,
সদা হৃদয় বিদরে, দুখ হইলে স্মরণ।
নাহি অন্য অভিলাষ, হেরিব রে শ্রীনিবাস,
দ্বারী করো না নিরাশ, দুখে দহিছে জীবন।

৫৩

সিন্ধুখাম্বাজ—খ্যাম্‌টা।

দ্বি, দ্বারী। তোরা বল গো সবে সবিস্তার।
করিয়ে শঙ্কা পরিহার।
অগ্রে দেহ পরিচয়, কি নাম কোথা আলয়,
কিবা প্রয়োজন হয়, সম্মুখে রাজার।

৫৪

ললিত সম্পূর্ণ— আড়া।

বৃন্দা। কি দিব রে ওরে দ্বারী তোরে দুখ-পরিচয়।
দুখানলে সদা জ্বলে দুখিনীদের হৃদয়।
আমি রে গোপের নারী, বৃন্দে দূতী নাম ধরি,
বৃন্দাবনে বাস করি, সঙ্গে সখি সমুদয়।
তোমাদের এই রাজা, ছিল আমাদের প্রজা,
চুরি করে রাজপুরে, এখানে লুকায়ে রয়।
তাই সহ সখিগণ, চোরে করি অন্বেষণ,
করে করিব বন্ধন, দরশন পেলে হয়।

৫৫

ললিত।

প্র, দ্বারী। ছিছি গো কুবাক্য কেন রাজারে কর প্রয়োগ।
বুঝিতে সক্ষম নহি তোমাদের অনুযোগ।

দ্বি, দ্বারী। কি দুখে এত দুখিনী কর স্বরূপ বর্ণন।
উন্মাদিনীপ্রায় কেন হেরি সবার লক্ষণ।

৫৬

কানাড়া সম্পূর্ণ—আড়া।

বৃন্দা। তোদেরি রাজা রে দ্বারী, করিয়াছে উন্মাদিনী।
বল কি আর বলিব যে দুখে এত দুখিনী।
সে দুখ হইলে মনে,
মরি সবে মনাগুনে,
দ্বারী রে জ্বলাস কেনে, মোরা কুলের রমণী।

৫৭

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

প্র, দ্বারী। কে জানে কি রীতি দূতি আছে তোদের গোকুলে।
ভ্রমে কি রমনীকুল সকলে থাকি স্বকুলে।
তোরা যদি কুলনারী,
কুলকলঙ্ক পাশরি,
এখানে এলে কি করি, পুরুষ কি নাহি কুলে।

দ্বি, দ্বারী। দেখে আকার প্রকার,
হেরি কুলটাব্যাভার,
কুলশীল থাকে যার, সে কি ছেড়ে আসে কুলে।

৫৮

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

আর কি আছে রে দ্বারী গোপিকা আপন কুলে।
কুলশীল হরি' হরি ত্যজিয়ে এল গোকুলে।
সেই হ'তে কুলহারা,
হ'য়ে ভ্রমতেছি মোরা,
হেথা এল মনচোরা, সবে ভাসায়ে অকূলে।
ভেবে হয়েছি আকুল,
গেল বুঝি দুই কুল,
পুন কি পাইব কূল, সকলে আর স্বকুলে।

(সখিগণ সকলে দ্বারিদ্বয়ের করধারণপূর্ব্বক)—

৫৯

ললিত।

করে ধরি ওরে দ্বারী, দ্বার ছেড়ে দে রে ত্বরা।
এই অনুরোধ রাখ স্তুতি করিতেছি মোরা।

৬০

বাগীশ্বরী সম্পূর্ণ—আড়া।

প্র, দ্বারী। যদিও তোদের দুখ দেখে দুতি দুখে মরি।
কিন্তু অনুজ্ঞাব্যতীত দ্বার ছেড়ে দিতে নারি।
বিনে রাজার আহ্বান,
কেহ পায় না দর্শন,
আছে এই নিরূপণ, বল গো মোরা কি করি।

দ্বি, দ্বারী। অন্যথা করা আজ্ঞার,
সাধ্যাতীত সবাকার,
আমাদিগে কেন আর বিরক্ত কর সুন্দরি।

[এতচ্ছ্রবণে সখিগণ ক্রোধে অধীরা হইয়া অধোবদন।

(বৃন্দা মৃদু বাক্যে)—

৬১

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

দেখিলাম ওরে দ্বারী তোরা যত দয়াবান।
মধুপুর ত্যজি বুঝি দয়া করেছে প্রস্থান।
যাদের নৃপ নির্দ্দয়,
তার দাস সমুদয়,
কিসে হবে দয়াময়, কঠিন তাদের প্রাণ।

৬২

সখিগণের ক্রন্দনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে স্তুতি।

আড়ানা-বাহার—তেয়ট।

বৃন্দা। ওহে করুণা-নিধান।
কৃপা করি কৃপাময় কর কৃপা দান।
হ'ওনা হরি নির্দ্দয়,
লোকে বলে দয়াময়,
আজি হইয়ে সদয়, কর এ বিপদে ত্রাণ।

৬৩

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

বিশাখা। কোথা হে কুবুজাবন্ধু কেন হলে অদর্শন।
কুবুজা কিংকু বুঝায়ে করে তোমারে বারণ।
তুমি আছ অন্তঃপুরে,
মোরা কাঁদি তব দ্বারে,
দ্বারিরা তাচ্ছল্য করে, দ্বার করে না মোচন।
দাসীগণে দয়া করি,
ক্ষণেকের জন্যে হরি,
কুবুজারে পরিহরি, আসিয়ে দেহ দর্শন।

৬৪

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

চিত্ররেখা। শুন শুন নিবেদন ওহে কুবুজারঞ্জন।
ব্রজাঙ্গনাগণে আজি রক্ষ পুতনা-সূদন।
কত আপদ বিপদে,
রাখিয়াছ পদে পদে,
পেয়ে সম্প্রতি সম্পদে, ভুলিওনা জনার্দ্দন।

৬৫

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

ললিতা। ক্ষমা কর ব্রজেশ্বর আজি ব্রজগোপিকায়।
পড়েছি ঘোর বিপদে না হেরি হরি উপায়।
দেবরাজ ক্রোধ করি,
বরিষণ করে বারি,
সে সময়ে শৈল ধরি, রক্ষা করিলে সবায়।

আর আমাদের তরে,
কুঞ্জে কালীমূর্ত্তি ধরে,
বাঁচালে আয়ান-করে, এইক্ষণে কে বাঁচায়।

(সখিগণ সকলে ব্যাকুলিত হইয়া, পুনরায় করযোড়ে বিনয়পূর্ব্বক দ্বারিদ্বযের প্রতি)—

৬৬

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

দয়া করি যাও দ্বারী জানাও নৃপগোচর।
এসেছি দুখিনীগণে অনেক দুখের পর।
একে বিচ্ছেদ-অনলে,
জ্বলিয়ে মরি সকলে,
তায় কি হবে জ্বালালে, আর জ্বালার উপর।

(সখিগণের কাতরোক্তিতে দ্বারিগণ দয়ান্বিত হইযা)—

৬৭

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া।

আর কেন বিদেশিনি ক্ষণ হও গো সুস্থির।
এই জানাইতে মোরা যাই ভূপের গোচর।
যদি শুনি যদুপতি,
যেতে দেন অনুমতি,
তবে লয়ে যাব সবে, আসিয়ে অতি সত্বর।

[দ্বারিদ্বযের পুরমধ্যে প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

চতুর্থ অঙ্ক।

মথুরার রাজবাটী।

সভামধ্যে সিংহাসনে কুবুজাসহ শ্রীকৃষ্ণ আসীন, সম্মুখে দ্বারিগণের প্রবেশ ও করযোড়ে—

৬৮

বিভাস খাড়ব—আড়াঠেকা।

শুন শুন শুন ভূপ এই নিবেদন করি।
ব্রজ হ'তে বৃন্দানামে আসিয়াছে এক নারী।
সঙ্গেতে বহু গোপিনী,
বিরহে সবে তাপিনী,
করিয়ে কাতরধ্বনি, বলে দেখা দেহ হরি।
কভু তোমা কটু বলে,
কভু ভাসে অশ্রুজলে,
সুধাইলে সুধু বলে, কোথা কুবুজাবিহারী।
করিতে তব দর্শন,
চাহে তারা সর্ব্বক্ষণ,
হ'লে অনুজ্ঞা এখন, আনি সবে সঙ্গে করি।

৬৯

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও যাও যাও দ্বারী করিয়ে অতি যতন।
সমান্যে সকলে ত্বরা কর তবে আনয়ন।

তোমাদের বাক্য শুনে,
কিছু বুঝিতে পারিনে,
কে আইল কি কারণে, কিবা অভিপ্রায়ে;
জানিতে পারিব সব ক্ষণ কৈলে আলাপন।

(দ্বারিগণের প্রস্থান, এবং দ্বারে আসিয়া সখিগণের প্রতি সাদর সম্ভাষণে)—

৭০

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

প্রথম দ্বারী। চল সখিগণ সবে চল নৃপের সদন।
তোমাদের দুঃখ শুনি করেছেন আবাহন।
যেয়ে নৃপ-সন্নিধানে,
কথা ক'ও সাবধানে,
জানাইও সযতনে, যত মনের বেদন।

দ্বিতীয় দ্বারী। একে একে সবিস্তারে,
বলিবে বিনয় করে,
গণ্ডগোল পরস্পরে, সেখানে করনা যেন।

আহ্লাদিত হইয়া সখীগণের পুরমধ্যে প্রবেশ, অন্তর হইতে সভামধ্যে কুবুজাসহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরস্পরের কথোপকথন।

৭১

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

বৃন্দা অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক— } দেখ দেখ দেখ সই, অই শ্যাম সিংহাসনে।
বসেছেন কুবুজা সহ, সভাজন বিদ্যমানে।

যে ছিল কংসের দাসী,
তারে করেছে মহিষী,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, লজ্জা নাহি বাসে মনে।

৭২

বিভাষ খাড়ব—আড়াঠেকা।

ললিতা। অই সই যদি বটে, সেই মোদের কানাই।
তবে কেন ওর আর, সে মোহন চূড়া নাই।
কোথা ওর সে বাঁশরী, যাহা শুনি ব্রজনারী,
লাজভয় পরিহরি, কুলশীলে দিত ছাই।

বিশাখা। অই কি সবার ঘরে,
খেত ননী চুরি করে,
হইলে হইতে পারে, মোরা চিন্তে পারি নাই।

চিত্ররেখা। ওকি সে লম্পটরাজ,
হয়েছে মথুরারাজ,
এস তবে সবে আ'জ, ভাল করে দেখে যাই।

সকলে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপনীত হইয়া করযোড়ে
প্রণতিপূর্ব্বক দণ্ডায়মান।

৭৩

বিভাষ খাড়ব—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। কে গো তোরা সত্য করি বল কিবা প্রয়োজন।
কোন অভিপ্রায়ে সবে করিয়াছ আগমন।
জানিবারে অভিলাষ, কি নাম কোথা নিবাস,
চিনি চিনি বোধ হয়, দেখেছি যেন কখন।

৭৪

ভৈরবী সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

বিশাখা বিষণ্ণ বদনে—

কেন চিনিবে চিন্তামণি।
তুমি ত ভূপতি মোরা অতি দুঃখিনী।
নির্ধনের সহ ধনির মিলন,
এমন কি ঘটে কখন, পুনঃ বল্ না নৃপমণি।
বুঝি ভ্রমে ভূপ হয়েছ পতিত,
কবে তব সহ সাক্ষাত, মিছে বল চিনি চিনি।

৭৫

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

ললিতা। কেমনে দুঃখিনীগণে হবে তব পরিচিত।
নির্ধন হইলে ধনী সকলি হয় বিস্মৃত।
সমান সহ প্রণয়,
সদা সমভাবে রয়,
অসমান সহ প্রায়, প্রেম থাকে কদাচিত।

৭৬

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। বলি তবে শুন ভূপ অন্তরের দুঃখ যত।
যে জন্যে দুখিনীগণে হেথা হয়েছি আগত।
আমাদের রাজপুরে,
তস্কর প্রবেশ করে,
চুরি করে মধুপুরে, আসি রহে লুক্কায়িত।

সে চোরের সন্ধানে,
সবে এসেছি এখানে,
তাই তব সন্নিধানে, সুবিচারের প্রার্থিত।

৭৭

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

চিত্ররেখা। আরো কিছু সে চোরের আমি বলি বিবরণ।
শুন হে নবীন ভূপ করি সব নিবেদন।
সে চোর কেন কে জানে,
ভ্রূভঙ্গি-কটাক্ষ-বাণে,
হানি ব্রজাঙ্গনাগণে, করিত সদা পীড়ন।
কুলবতী রমণীরে,
বেড়াত সন্ধান করে,
সম্মুখে দেখিত যারে, ভুলাত তাহারি মন।
ক্রমে উপদ্রবে তার,
তিষ্ঠে থাকা হ'ল ভার,
কুলশীল সবাকার, হরি হ'ল অদর্শন।

৭৮

ভৈরবী সম্পূর্ণ— একতালা।

বৃন্দা। পরিচয়, মহাশয়, করুন শ্রবণ।
মোরাত গোপিনী, অতীব দুখিনী, নিবসতি বৃন্দাবন।
মোদের ঈশ্বরী শ্রীমতী কিশোরী,
মোরা হই সবে তাঁর সহচরী,
হয়েছে সম্প্রতি রাজপুরে চুরি, বলি তার বিবরণ।

আমাদের রাজ্যে জনেক রাখাল,
চৌর্য্য কার্য্যে রত হ'তে বাল্যকাল,
আর কি কুহক জানা ছিল তার, করিত সে বিমোহন।
প্রথম প্রথম আমাদের ঘরে,
ক্ষীর-শর-ননী খেত চুরি করে,
ক্রমে ক্রমে অবশেষে তার পরে, হ'ল সে অতি দুর্জ্জন।
ছিল তার এক মোহন বাঁশরী,
বাজাইত কুলনারী লক্ষ্য করি,
মন-প্রাণ চুরি করিত সবারি, যার পেত দরশন।
সেই চোর আমাদের রাজপুরে,
প্রবেশি কর্ত্রীর হৃদয়-ভাণ্ডারে,
চুরি করি আসি এই মধুপুরে, সদা রহে সংগোপন।
তাই সে চোরের আজি অন্বেষণে,
সকলে মিলিয়ে এসেছি এখানে,
চোরে ধরে দিব সভাবিদ্যমানে, সহ বিশিষ্ট কারণ।
দেখিব তোমার কেমন বিচার,
কৃতঘ্ন যে চোর কি শাসন তার,
বিহিত তাহার ধর্ম্ম-অবতার, দণ্ড কর সমর্পণ।

৭৯

বিভাষ খাড়ব—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন হেন অসম্ভব বলিতেছ পুন পুন।
কে কবে শুনেছ কোথা চোরে চুরি করে মন।

কি ভাবে এভাব ভাষ,
না করিলে সুপ্রকাশ,
কেবলমাত্র আভাসে, বুঝিতে কে ক্ষমবান।
কে চোর থাকে কোথায়,
আছে কি মম সভায়,
অ.ব সকলে ত্বরায়, কর স্বরূপ জ্ঞাপন।

(শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে সকলে ক্রোধম্বিত হইয়া)—

৮০

বিভাষ খাড়ব—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। এই ক্ষণে চিন্তামণি কেন পারিবে চিনিতে।
সম্প্রতি যদি না পার পূর্ব্বে কিন্তু হে চিনিতে।

ললিতা। আর কি হবে স্মরণ,
বৃন্দাবনে গোচারণ,
ধরে প্যারীর চরণ, সে যে মান সাধিতে।

বিশাখা। বৃন্দাবেনে ছিলে প্রজা,
এখানে হয়েছ রাজা,
রাণী হয়েছে কুবুজা, তাই এলাম দেখিতে।

চিত্ররেখা। ব্রজে করেছ কোটালি,
জানি জানি হে সকলি,
ভুলিয়াছ বনমালী, মোরা নারি ভুলিতে।

৮১

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

ললিতা। হায় রে দারুণ বিধি এই কি বিধি রে তোর।
রাখালে হইল রাজা, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার।
ব্রজে যে বাজায়ে বেণু,
সদা চরাইত ধেনু,
হেরে বিস্ময় হইনু, আজি এ ঐশ্বর্য্য তার।

৮২

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—আড়খ্যাম্‌টা।

বৃন্দা। ওহে নূতন ভাবের ভাবী।
তুমি, যদিও, না ভাব আমরা কিন্তু তোমায় ভাবি।
নাহি তব পূর্ব্ব ভাব,
সে ভাব হেরি অভাব,
আর্বিভাব নব ভাব, বুঝি, কুবুজারে সদাই ভাবি।
সেই ভাবে ভাবান্তর,
হয়েছে তব অন্তর,
তাই কিহে নিবন্তর, সুখে, থাক সেই ভাব ভাবি।
এ ভাবে যে প্রবর্ত্তন,
করেছে সে ধনী ধন্য,
বারেক বঁধু এখন, দেখ, ব্রজের সে ভাব ভাবি।
শুনিলে সকল ভাব,
এক্ষণে বুঝিয়ে ভাব,
রাখ কি না রাখ ভাব, কর, বিহিত যে হয় ভাবি।

(কুবুজার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—

৮৩

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—আড়খ্যামটা।

বঁধু এই বুঝি কুবুজা।
সম্প্রতি কি ভাগ্যে তব পড়েছে ওর কুজের বোঝা।
ধিক ধিক হে তোমায়,
আর তব কুবুজায়,
দেখে লাজে মরি হায়, ভাল, তুলিলে যশের ধ্বজা।
ত্যজি রাধা রূপসিনী,
কুশ্রী কুব্জা হ'ল রাণী,
এ প্রবৃত্তি ধন্য মানি, হ'লে, কি গুণে মথুরায় রাজা।

(বৃন্দার তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণের অধোবদন ।)

৮৪

কোকভা সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

ললিতা। কেন হলে হে চিন্তিত কেনবা অধোবদন।
এসেছি ঐশ্বর্য্য তব করিবারে বিলোকন।

বৃন্দা। আমি হই সেই বৃন্দে,
প্যারীর পদারবিন্দে,
কাটাইয়ে চিরানন্দে, দুখেতে মরি এখন।

বিশাখা। তব বিষম বিচ্ছেদে,
ব্রজে মোরা মরি কেঁদে,
প্যারী অন্ধ কেঁদে কেঁদে, তুমি প্রমোদে মগন।

চিত্ররেখা। সুপ্রসন্ন হয়ে হরি,
কথা কহ কৃপা করি,
দোহাই হে কুবুজারি, তোল বারেক বদন।

সখিগণের তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া সিংহাসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক বিনীতভাবে বৃন্দার করধারণ করিয়া যত্নের সহিত)—

৮৫

ভৈরবী সম্পূর্ণ—একতালা।

অকারণ সখিগণ, কেন কর তিরস্কার।
এরূপ আকারে, চিনি কি প্রকারে, সকলে কঙ্কালসার।
শরীর সবার লাবণ্য-বিহীন,
দীনা হীনা ক্ষীণা সম্পূর্ণ শ্রীহীন,
বদন হয়েছে অতীব মলিন, সে প্রফুল্ল নাহি আর।
এস এস সবে বস সিংহাসনে,
মিছে কেন ক্রোধ কর অকারণে,
ব্রজের মঙ্গল যত সযতনে, বল করি সবিস্তার।

৮৬

বিভাস খাড়ব—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। তবু ভাল জিজ্ঞাসিলে আজি ব্রজের কুশল।
এখন যে মনে হ'ল সেই পরম মঙ্গল।
অগ্রে কুব্জার কল্যাণ,
কর কর হে বর্ণন,
তুমি এখানে কেমনে, সুখে কাটাতেছ বল।

একে প্রাপ্ত রাজপদ,
তায় বেড়েছে সম্পদ,
সুখী হইলে সুহৃদ, তারি মঙ্গলে মঙ্গল।

৮৭

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। রাখ রাখ রাখ সখি এই বিনয় আমার।
আর কেন অকারণে লজ্জা দাও বারম্বার।
শুনি ব্রজের মঙ্গল, কে কেমন আছে বল,
চিত্ত হইল চঞ্চল, ব্যঙ্গ করিও না আর।

৮৮

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

বৃন্দা। ওহে করুণানিধান এই কি তব করুণা।
পাইয়াছি পরিচয় আর দেখিতে চাহি না।
দিয়ে বঁধু প্রেম-ডুরী, বন্ধন করি কিশোরী,
এলে পূরাইতে হরি, কুবুজা মনোবাসনা।

৮৯

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীকৃষ্ণ। বল বল বল সখি মা মম আছে কেমন।
তাঁরে না হেরিয়ে মন হইয়াছে উচাটন।
বৃন্দাবন ত্যাগ করে,
আসাবধি মধুপুরে,
আর নবনী আদরে, করে না কেহ অর্পণ।

পিতা নন্দ উপানন্দ,
শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ,
না হেরিয়ে নিরানন্দে, হইয়াছি নিমগন।
প্রাণাধিক প্রিয়ে রাধা,
আমার প্রাণের আধা,
যার প্রেমে প্রাণ বাঁধা, বল তার বিবরণ।

৯০

খট্ সম্পূর্ণ—যৎ।

বৃন্দা। আর সুধাও কিহে সমাচার।
হরি তোমা বিনে, তব বৃন্দাবনে, দিবস যামিনী
শুনি হাহাকার।
গোপগোপীকুল সবে শোকাকুল,
পশু-পক্ষিকুল হয়েছে ব্যাকুল,
গোষ্ঠে বিচরণে যায় না গোকুল, শোকে বিলুণ্ঠিত
সবে শবাকার।
স্পন্দন-রহিত নন্দ উপানন্দ,
রাণী যশোমতী কেঁদে কেঁদে অন্ধ,
শ্রীদাম সুদাম আদি নিরানন্দ, কেহ কার তত্ত্ব
নাহি লয় আর।
রাধার দুর্গতি কি কহিব হায়,
সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পতিত ধরায়,
দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে কায়, হয়েছে ধনীর
প্রাণে বাঁচা ভার।

দাসীদের দশা দেখ হে সাক্ষাতে,
বেঁচেমাত্র সবে আছি হে প্রাণেতে,
এসেছি কেবল তোমারে দেখিতে, তব ব্যবহারে
করি নমস্কার।

৯১

ভৈরবী সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

ললিতা। কেশব কে সবে তব বিষম বিচ্ছেদ প্রাণে।
সদত বিরহানল জ্বলে বঁধু বৃন্দাবনে।
তরু-লতাদি সকল, ক্রমশঃ প্রায় দহিল,
তব কেলিকুঞ্জস্থল, শ্রীহীন হয় এক্ষণে।
চিত্ররেখা। আর যত জলাশয়,
উত্তাপিত সমুদয়,
শুষ্ক হইয়াছে তায়, কমল কুমুদ সনে।
ভ্রমরা কোকিলগণ, তাদের নাহি সে দিন,
সদা করিছে ক্রন্দন, নীরবে অধোবদনে।

৯২

বিভাষ খাড়ব—আড়াঠেকা।

বিশাখা। বৃন্দাবনে বনমালী আর কি সে দিন আছে।
তব সে প্রমোদবন গহনবন হয়েছে।
সুখশূন্য সর্ব্বস্থল, বিষাদমাত্র প্রবল,
নাহি আর ফুল ফল, তরুগণ শুখায়েছে।
শুষ্ক ডালে শুক সারি, বসে আছে সারি সারি,
সরোবরে নাহি বারি, কমলিনী কাঁদিতেছে।

(সখিগণের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ দুঃখিত হইয়া)—

৯৩

খট্ সম্পূর্ণ—যৎ।

আমি বৃন্দাবন ছাড়া বৃন্দে নই।
দিবাবিভাবরী, শ্রীরাধারে স্মরি, কিছু জানি নাই,
আর রাধা বই।
এখানে যদিও দেখিতেছ মোরে,
অন্তর আমার আছে ব্রজপুরে,
নিরন্তর হৃদে ভাবি গোপিকারে, অলক্ষ্যভাবেতে
সদা তথা রই।
বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী কিশোরী,
প্রাণাধিক প্রিয়ে প্রাণের ঈশ্বরী,
শয়নে স্বপনে সেরূপ নেহারি, তাঁর প্রেমের
ভিক্ষুক মাত্র হই।
মধুপুর কিছু হ'তে বৃন্দাবন, মম প্রিয়প্রদ নহে কদাচন,
এ জনমে নাহি হব বিস্মরণ, কখনই তোমাদিগে প্রাণ সই।

(শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপুনঃ স্তুতিতে সখিগণ সন্তুষ্টা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টনকরতঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক আহ্লাদে নৃত্য ও গীত।)

(সকলে সমস্বরে)—

৯৪

সুরট খাম্বাজ—তাল একতালা।

নটবর শ্যাম, ওহে গুণধাম, নটবরবেশ, কর হে ধারণ।
মোরা আঁখি ভরি, সেরূপ নেহারি,
হেরি নাই বঁধু, হ'তে বহু দিন।

হেরিয়ে এ বেশ হয়েছি আকুল,
আমাদের পক্ষে নহে অনুকূল,
হয় প্রতিকূল আর যেন কাল,
তাইতে হেরিতে নাহি আকিঞ্চন।

বারেক অধরে সেই বাঁশী ধর,
সেই চূড়া ধর হইয়ে সত্বর,
সেই পীতধটী পরিধান কর,
যে বেশে করিতে ব্রজে বিমোহন।

যে বেশে ভ্রমিতে সদা রাসস্থলে,
যে বেশে কাটাতে কুঞ্জে কুতূহলে,
গোপাঙ্গনাগণে যে বেশে ভুলালে,
সেই বেশে আজি দেহ দরশন।

বৃন্দাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রাজভূষণ উন্মোচন এবং তাঁহাকে ব্রজবালক-বেশের দ্বারা সুসজ্জিতকরণ।

(শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, সখিগণের নৃত্যগীত।)

৯৫

কলিঙ্গড়া সম্পূর্ণ—আড়খ্যাম্‌টা।

বঁধু অনেক দিনের পরে।
আহ্লাদ-সাগরে মন মগ্ন হ'ল তোমায় হেরে।
এস গোপিকার ধন,
দেহ প্রেম-আলিঙ্গন,
কর বাঁশরী-বাদন, বারেক পূরি' সুমধুর-স্বরে।

(শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় বংশীবাদন।)

বৃন্দা সহাস্যবদনে শ্রীকৃষ্ণের করধারণপূর্ব্বক।—

৯৬

তোড়ীসম্পূর্ণ—শ্লথত্রিতালী।

চল চল শ্যাম যাব বৃন্দাবন।
তৎপর হও এখন,
আসিয়াছ বঁধু তুমি মধুপুরে বহুদিন।
বিষম বিরহে তব, ব্রজবাসী মলিন;
সকলেই হয়েছে শ্রীহীন,
তায় মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধা প্রায় সদা সংজ্ঞাহীন।
আর ত শৈথিল্য করা না হয় উচিত,
বিলম্বে পাছে ঘটে বিপরীত,
তাই ভাবি, যদি প্যারী প্রাণ দেন বিসর্জ্জন।

(শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চূড়া ও বাঁশী বৃন্দার হস্তে অর্পণ করিয়া বিনয়পূর্ব্বক)—

৯৭

কোকভা সম্পূর্ণ—মধ্যমান।

আমিও প্রাণ স্বজনি আছি অতি উৎকণ্ঠিত।
না হেরিয়ে শ্রীরাধারে ব্যাকুল হয়েছে চিত।
মম চূড়া বাঁশী তুমি, লয়ে হও অগ্রগামী,
পশ্চাতে যেতেছি আমি, হ'য়ে অতি ত্বরান্বিত।
জানাও যতন করে, প্রিয়তমা শ্রীরাধারে,
যেন র'ন ধৈর্য্য ধরে, নাহি হন বিষাদিত।

[বৃন্দাসহ সখিগণের বৃন্দাবনে প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

নিকুঞ্জ কানন।

বিচেতনাবস্থায় শ্রীরাধার ধূল্যবলুণ্ঠন।

(বৃন্দাসহ সখিগণের প্রবেশ।)

৯৮

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—একতালা।

বৃন্দা। কৃষ্ণ আসিবেন গোকুলে।

এই লও আসি, তাঁর চূড়াবাঁশী, আর কেন সখি,
কাঁদ দিবানিশি, কেন লুণ্ঠিত ভূতলে।
ত্রিভঙ্গবঙ্কিম শ্যামনটবর,
ব্রজে আসিবেন স্বজনি সত্বর,
অধৈর্য্য হ'ওনা ধৈর্য্য ধর ধর,
নিবার নয়ন-সলিলে।
দেখিলাম তাঁর গিয়েছে সে ভাব,
এইক্ষণে নাহি আর অন্য ভাব,
সম্প্রতি উদয় ব্রজের সে ভাব,
কুবুজারে গিয়েছে ভুলে।

৯৯

আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীরাধা। বিশ্বাস হয় না সখি তোদের কথায়।
তবে কেন না আনিলে, সঙ্গে লয়ে শ্যামরায়।

তোদিগে চাতুরি করি, বিদায় দিয়ে শ্রীহরি,
কাটায় দিবা শর্ব্বরী, সুখে লয়ে কুবুজায়।
যদি সে সরল হ'ত, তোদেরি সঙ্গে আসিত,
প্রতারণা করি এত, কেন পাঠাবে সবায়।

১০০
আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

ললিতা। প্রাণ স্বজনি শুন শ্যাম আসিবে নিশ্চিত।
মোরা গিয়ে মধুপুরে হই নাই প্রতারিত।
যদি হরি না আসিবে, সাদরে সম্ভাষি সবে,
কেন চূড়া বাঁশী তবে, দিয়ে পাঠাবে ত্বরিত।

১০১
আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

শ্রীরাধা। করনা করনা সখি আর মোরে প্রতারণা।
পুন যে বঁধু আসিবে মনত তাহা মানে না।
হেরি তার ব্যবহার, বিশ্বাস না হয় আর,
কেন বল বারম্বার, আর ওকথা বল না।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক)—

১০২
আলাহিয়া সম্পূর্ণ—আড়াঠেকা।

আর যে শ্যামের সহ হবে পুনঃ সংমিলন।
সে আশায় প্রিয়সখি দিয়েছি গো বিসর্জ্জন।
দুখ কি বর্ণিব হায়, না হেরি অন্য উপায়,
যত যাতনা জুড়ায়, এখন গেলে জীবন।

(হঠাৎ নেপথ্যে বংশীধ্বনি।)

(শ্রীরাধা চমৎকৃত হইয়া সখিগণের প্রতি)—

১০৩

সিন্ধু সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

অই কার বাঁশরী, বাজে সহচরি।
হেন অনুমান করি, বুঝি হইবে শ্যামেরি।
মম শ্রবণ-বিবরে,
ও ধ্বনি প্রবেশ করে,
প্রবোধে আশায় আশ্বাস করি।
নতুবা কে মুগ্ধ করে, বিনে ত্রিভঙ্গ-মুরারি।

(নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ বংশী-বাদন।)

১০৪

বিভাস খাড়ব।—দ্রুত ত্রিতালী।

শ্রীরাধা। অই শুন পুনঃপুনঃ বাঁশরী হয় বাদিত।
বৃন্দাবনে বনমালী আইলেন সুনিশ্চিত।
মেলি যত সখিগণে,
ওধ্বনি অনুধাবনে,
যাও গো তার সন্ধানে, আন তারে ত্বরান্বিত।

শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে সখিগণেব প্রস্থান এবং সকলে সমস্বরে স্তুতি।

১০৫

ভৈরবী সম্পূর্ণ—একতালা।

দয়াময় এসময় কেন হ'লে অদর্শন।
তোমাবিনে হরি, ব্যাকুলা কিশোরী, নিকুঞ্জে করে ক্রন্দন।
আর কত কষ্ট দিবে রসময়,
এখন কি বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়,
হইয়ে সদয় ওহে কৃপাময়, দুখ কর বিমোচন।

পুনঃ পুনঃ কত কর বিড়ম্বনা,
করিয়ে চাতুরি করোনা লাঞ্ছনা,
বিচ্ছেদ-যাতনা আর ত সহে না, দাও আসি দরশন।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও বংশীবাদন।)

বৃন্দা করযোড়ে।

১০৬

সিন্ধু সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

এস এস হে হরি, নাথ দয়া করি,
দেখা দিলে সেই ভাল, ওহে ত্রিভঙ্গ-মুরারি।
চূড়া ধড়া বাঁশরী,
ধর ধর বংশীধারী,
সাজ সাজ সাজ ত্বরা করি;
দেখ কুঞ্জে মূর্চ্ছাগত অই ব্রজ-কিশোরী।

(বৃন্দাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রাজভূষণ উন্মোচন এবং ব্রজবালকবেশে সুসজ্জিতকরণ।)—

১০৭

বাহার বসন্ত—আড়াঠেকা।

ললিতা শ্রীকৃষ্ণের করধারণ পূর্ব্বক—

তব শুভ আগমন, হেরি মাত্র বৃন্দাবন,
আহা কি অপূর্ব্ব সাজ আজি করিল ধারণ।
সহ মলয় মারুত,
হ'ল বসন্ত আগত,
কিশলয়ে সুশোভিত, যত তরুলতাগণ।

চিত্ররেখা। প্রফুল্ল বিবিধ ফুল,
পেয়ে তার পরিমল,
ছুটিছে মধুপদল, মধু করিতে হরণ।
কোকিলকুল ভ্রমর,
গাইছে পঞ্চম স্বরে,
পাপিয়ায় তান ধরে, সুখে করিছে ভ্রমণ।
বিশাখা। দেখ দেখ শুক সারি,
অই বসে সারি সারি,
প্রকাশি রস মাধুরী, করে তব গুণ গান।

(শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে প্রবেশ।)

শ্রীরাধাকে বামে লইয়া পুষ্পময়-সিংহাসনে উপবিষ্ট।

(মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া শ্রেণিবদ্ধরূপে সখিগণের প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে বরণপূর্ব্বক মাল্যচন্দন প্রদান, সকলে সম্মুখে গললগ্নবাসে দণ্ডায়মান।)

১০৮

বিভাষ খাড়ব— দ্রুতত্রিতালী।

ললিতা। হেরি যুগল মাধুরী আজি নয়ন জুড়াল।
ভুবন মোহনরূপে মন বিমোহিত হ'ল।
প্রফুল্ল ফুলশয্যায়,
বামে লয়ে শ্রীরাধায়,
বসেছেন শ্যামরায়, আলো করিয়ে গোকুল।
পুষ্পময় আভরণে,
বিভূষিত দুইজনে,
তায় অগুরু চন্দনে, সাজিয়াছে বড় ভাল।

জয় জয়তি জম্পতী,
অতুল শোভা সম্প্রতি,
দাসীগণে করে স্তুতি, দেহি চরণযুগল।

১০৯

তোড়ী সম্পূর্ণ—শ্লথ ত্রিতালী।

বৃন্দা। দোহে সুখে থাক হে বঁধু এখন।
বিচ্ছেদ ঘটেনা যেমন,
স্নেহপাশে পরস্পরে যেন করয়ে বন্ধন।
নিত্য নবীন সোহাগে, থাক চিরদিন,
ত্যজিওনা শান্তিরে কখন,
প্রেম অনুরাগ হৃদে, ক্রমে হউক বর্দ্ধন।
উত্তরোত্তর আর বিহরহ আহ্লাদে,
দাসীগণে রেখ সদা বিপদে,
যুগে যুগে যুগ্মপদ করহে প্রভু প্রদান।

১১০

বিভাষ খাড়ব—দ্রুত ত্রিতালি।

চিত্ররেখা। জয় জয় জগন্ময় যদুপতি জনার্দ্দন।
কেশব করুণাময় কংশকেশী নিসূদন।
নন্দসূত নটবর,
মুকুন্দ মুরলীধর,
মথুরেশ মুরহর, মাধব মধুসূদন।

বিশাখা। পদ্মনাভ পরাৎপর,
দয়াময় দামোদর,
জঠর-যন্ত্রণা হর, কর কষ্ট নিবারণ।
দীনেশ দীন-পালক,
সাধক-জন-তারক,
ভবের ভয়-ভঞ্জক, দেহি মোক্ষ নারায়ণ।

(যবনিকা পতন।)

সম্পূর্ণ।

Printed by I C Bose & Co, Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.